দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

# শেকৃবিতে ভিসির সঙ্গে শিক্ষকদের প্রকাশ্য বিরোধ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম এম ফারুকের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরোধ এখন প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে। যার জের থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে। দুর্নীতিবাজ ও দুর্নীতিবাজদের প্রশ্রয়দানকারী আখ্যায়িত করে যখন শিক্ষক সমিতি ভিসির অপসারণের জন্য মানববন্ধন, মৌন মিছিল, সভা ও কর্মসূচি দিচ্ছেন, ভিসি তখন নয়জন শিক্ষক ও ১জন কর্মকর্তাকে দুর্নীতিবাজ ও অসৎ আখ্যায়িত করে ১৬ জানুয়ারি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে ১৭ জানুয়ারি ভিসি ঐ শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে দুর্নীতির বিচার সংক্রান্ত দাবিগুলো মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন এবং ৩১ জানুয়ারি সিন্ডিকেটে ভর্তি দুর্নীতিসহ কয়েকটি জরুরি বিষয় নিষ্পত্তির অঙ্গীকার করেন। জানা গেছে, চিঠিতে অভিযুক্ত শিক্ষকদের তালিকায় ২১ জানুয়ারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানববন্ধনকারী শিক্ষকদের নাম দেখে সবাই অবাক হয়েছেন। ভিসি যাদের দুর্নীতিবাজ ও অসৎ আখ্যায়িত করেছেন এর মধ্যে রয়েছেন চারজন সিন্ডিকেট সদস্য, ১ জন ডিন, ১জন ডাইরেক্টর,৩জন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ১জন সহকারী প্রক্টর। অভিযুক্ত একজন অধ্যাপক ২০০৪ সালের ভর্তি সংক্রান্ত অনিয়মের তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব দুর্নীতি হয়েছে সেগুলো ছিল মূলত ছাত্র ভর্তি, নিয়োগ, মাছ বিক্রির টাকা আত্মসাৎ, স্বজন ও এলাকাপ্রীতি সংক্রান্ত। ভিসির দুর্নীতির উপর থেকে সরকারের দৃষ্টি সরানোর জন্য হয়তো এরকম ন্যক্কারজনক কাজ করতে পিছপা হননি।

আরেকজন অভিযুক্ত শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী দুর্নীতি করলে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তার বিচার করার দায়িত্ব স্বয়ং ভিসির। সিন্ডিকেট ব্যর্থ হলে ভিসি অফিসিয়াল চিঠির মাধ্যমে চ্যান্সেলরের শরণাপন্ন হবেন। অথচ ভিসি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন বিষয় সিন্ডিকেটে তোলেননি। নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি চ্যান্সেলরের কাছে চিঠি দিয়েছেন। আবার যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তারা সবাই দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট সিন্ডিকেটে তোলার জন্যই মূলত আন্দোলন করেছেন। জানা গেছে চ্যান্সেলরকে দেয়া চিঠিতে ভিসি উল্লেখ করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষকরা ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় কথিত সংঘর্ষের রিপোর্টে কোন শিক্ষকের জড়িত থাকার বা ইন্ধন দেয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে হামলার হুমকি দেয়ায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে। জিডি নম্বর ১৫৩৯। পাশাপাশি ভিসিও ঐ শিক্ষকদের নামে তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছেন। গত বুধবার শেকৃবি ভিসি জানান কিছু শিক্ষক বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে অপসারণের চেষ্টা করলেও আমি তাদের যথাযথ সম্মান দিয়ে এসেছি। তাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাওয়ায় আমি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চ্যান্সেলরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছি। তিনি জিডি করার কথা স্বীকার করেন।